সংবাদ

তারিখ 04 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

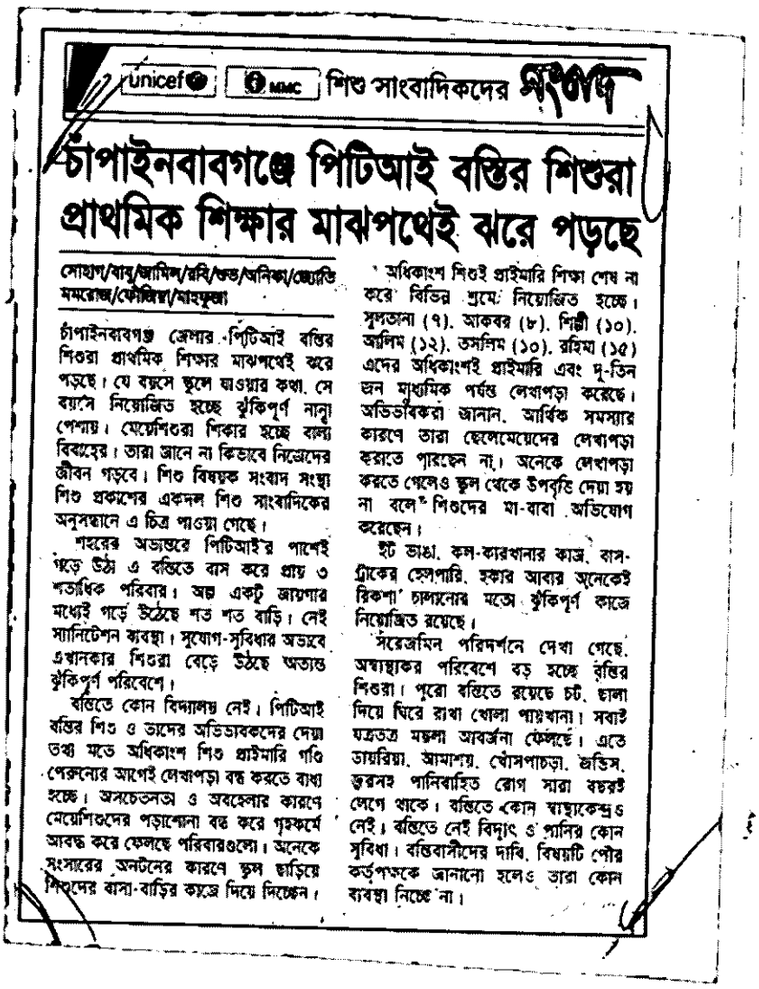

unicef | MMC | শিশু সাংবাদিকদের সংবাদ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পিটিআই বস্তির শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার মাঝপথেই ঝরে পড়ছে

সোহাগ/বাবু/জামিল/রবি/শুভ/অনিকা/জ্যোতি মমরেজ/ফৌজিয়া/মাহফুজা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পিটিআই বস্তির শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার মাঝপথেই ঝরে পড়ছে। যে বয়সে স্কুলে যাওয়ার কথা, সে বয়সে নিয়োজিত হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ নানা পেশায়। মেয়েশিশুরা শিকার হচ্ছে বাল্য বিবাহের। তারা জানে না কিভাবে নিজেদের জীবন গড়বে। শিশু বিষয়ক সংবাদ সংস্থা শিশু প্রকাশের একদল শিশু সাংবাদিকের অনুসন্ধানে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

শহরের অভ্যন্তরে পিটিআই'র পাশেই গড়ে উঠা এ বস্তিতে বাস করে প্রায় ৩ শতাধিক পরিবার। অল্প একটু জায়গার মধ্যেই গড়ে উঠেছে শত শত বাড়ি। নেই স্যানিটেশন ব্যবস্থা। সুযোগ-সুবিধার অভাবে এখানকার শিশুরা বেড়ে উঠছে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে।

বস্তিতে কোন বিদ্যালয় নেই। পিটিআই বস্তির শিশু ও তাদের অভিভাবকদের দেয়া তথ্য মতে অধিকাংশ শিশু প্রাইমারি গণ্ডি পেরুনোর আগেই লেখাপড়া বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে মেয়েশিশুদের পড়াশোনা বন্ধ করে গৃহকর্মে আবদ্ধ করে ফেলছে পরিবারগুলো। অনেকে সংসারের অনটনের কারণে স্কুল ছাড়িয়ে শিশুদের বাসা-বাড়ির কাজে দিয়ে দিচ্ছেন।

অধিকাংশ শিশুই প্রাইমারি শিক্ষা শেষ না করে বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে। সুলতানা (৭), আকবর (৮), শিল্পী (১০), আলিম (১২), তসলিম (১০), রহিমা (১৫) এদের অধিকাংশই প্রাইমারি এবং দু-তিন জন মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। অভিভাবকরা জানান, আর্থিক সমস্যার কারণে তারা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারছেন না। অনেকে লেখাপড়া করতে গেলেও স্কুল থেকে উপবৃত্তি দেয়া হয় না বলে শিশুদের মা-বাবা অভিযোগ করেছেন।

ইট ভাঙা, কল-কারখানার কাজ, বাস-ট্রাকের হেলপারি, হকার আবার অনেকেই রিকশা চালানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বড় হচ্ছে বস্তির শিশুরা। পুরো বস্তিতে রয়েছে চট, ছালা দিয়ে ঘিরে রাখা খোলা পায়খানা। সবাই যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলছে। এতে ডায়রিয়া, আমাশয়, খোসপাচড়া, জন্ডিস, জ্বরসহ পানিবাহিত রোগ সারা বছরই লেগে থাকে। বস্তিতে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নেই। বস্তিতে নেই বিদ্যুৎ ও পানির কোন সুবিধা। বস্তিবাসীদের দাবি, বিষয়টি পৌর কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তারা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।